হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

Hortex Foundation

www.hortex.org

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে বৈদেশিক বাজারে উদ্যানফসল রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কোম্পানি আইন ১৯১৩ ধারা ২৬ এর অধীনে রপ্তানি উন্নয়নমূলক একটি সেবাধর্মী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (হর্টেক্স ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং Registrar of Joint Stock Companies কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত পাঁচজন পরিচালকসহ মোট সাত সদস্য বিশিষ্ট পর্ষদ দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। পদাধিকার বলে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে এই ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১৯৯৬ সালে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই ফাউন্ডেশন গুণগত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন তাজা ও হিমায়িত শাকসবজি, ফল-মূল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎপাদক, উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের সেবাধর্মী সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই সহায়তা প্রধানতঃ রপ্তানি বাজারের চাহিদানুযায়ী পণ্যের গুণগতমান রক্ষায় ও ভোক্তা সাধারণের সন্তুষ্টি সাধনে উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত।

২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কার্যবিবরণ

• বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের নগদ সহায়তা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন রপ্তানিবান্ধব উদ্যোগ ও রপ্তানি নীতি এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তাজা শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানির পরিমাণ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ২৪,৬৭০ মেট্রিক টন থেকে ২২৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ৮০,৬৬০ মেট্রিক টনে এবং বর্ণিত সময়ে রপ্তানি আয় ৫০.৭১ মিলিয়ন থেকে ২৬০% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পান পাতা জাতীয় ফলিয়েজ রপ্তানি আয় ৩২.৪৯ মি. মার্কিন ডলার থেকে ১৭.২৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.১ মি. মার্কিন ডলার হয়েছে। মসলা রপ্তানি আয় ৪.৫৩ মি. মার্কিন ডলার থেকে ৩১৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৮১ মি. মার্কিন ডলার হয়েছে।

• ৯টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে (দুবাই ১টি এবং বাংলাদেশে আয়োজিত কৃষি, খাদ্য ও ফল মেলায় ৮টি)।

• ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ সমূহে বাংলাদেশ থেকে লেবু রপ্তানি ২০০৮ সাল থেকে সাইট্রাস ক্যাংকার রোগের জন্য বন্ধ ছিল। সাবেক কৃষি সচিব ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ এর নেতৃত্বে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের একটি ৪ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ২০১১ সালে যুক্তরাজ্য গমন করেন এবং UK ডেফরা (defra), ফেরা (FERA) ও বাংলাদেশ ইমপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BiA) এর সাথে বিশেষ করে লেবু রপ্তানির বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন চীন হতে ১৮ কেজি সোডিয়াম অর্থোফিনাইল ফিনেট (SOPP) আমদানি করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২০১১ এর নভেম্বর থেকে তিন বছর পর পুনরায় লেবু রপ্তানি শুরু হয়।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী বিএআরসিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৩ হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের স্টল পরিদর্শন

• পান, বেগুন, করলা, কচুরলতি, কলা, কাকরোল ও লেবুর উপর ৭টি সাপ্লাই ও ভ্যালুচেইন এনালাইসিস/কেস স্টাডি করা হয়েছে

• রপ্তানি উপযোগী শাক-সবজি ও ফল-মূলের মাঠ প্রদর্শনী করা হয়েছে ১৫টি । ২০টি কৃষক ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৯৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মোট ২০টি সেমিনার, কর্মশালা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে ৯২৪ জন কৃষক, রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গবেষক, সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন

• মধুপুর থেকে চুক্তি ভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনার মূল্য সংযোজিতপণ্য হিসাবে (Canned Pineapple) আনারস ১০০% রপ্তানির জন্য তাইওয়ান ফুড প্রসেসিং কোম্পানি লিঃ নামক একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে (Shepherd Group এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে

• জাপানে পাট পাতা রপ্তানির জন্য Toyota Tsusho Corporation এর সাথে যৌথভাবে কাজ চলছে

যুক্তরাজ্যের ক্রেতা প্রতিনিধি দলের সাথে লেবু রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সভা

• শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য পরিবহনে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ১৪২৩টি ট্রিপের মাধ্যমে পঁচনশীল ও উচ্চ তাপমাত্রায় সংবেদনশীল পণ্যের গুণগতমান রক্ষাকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে

• ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ১৮টি (মোট ৯২০০ কপি), বার্ষিক ডায়েরি ৪টি (১২০০ কপি), বুকলেট - ৫টির (এক্সপোর্টার ডিরেক্টরি , শাক সবজি ও ফল-মূলের রপ্তানি নির্দেশিকা, পান উৎপাদনে উন্নত কলা কৌশল, লেবুর ক্যাঙ্কার রোগ ও ব্যবস্থাপনা, তাজা শাক সবজি ও ফল-মূলের ইউরোপীয় বাজার) ৩০০০ কপি ছাপানো হয়েছে এবং তা কৃষক, রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে

সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ এর আর্থিক সহায়তায় জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প মার্চ ২০০৮ সাল থেকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উক্ত প্রকল্পে সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। এই কম্পোনেন্টের আওতায় উচ্চ মূল্যের কৃষি পণ্য যেমনঃ শাক সবজি, ফল, ফুল, মাছ, মাংস ও দুধ ইত্যাদি পণ্যের উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলে-

• মোট ৮০০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে সংগঠিত করা হয়েছে (প্রতিটি উপজেলায় ৪০০ কৃষক, ২০টি কৃষক দল প্রতি দলে ২০ জন করে কৃষক)। ২০টি উপজেলায় এ যাবৎ মোট ২৪টি কমোডিটি কালেকশন ও মার্কেটিং সেন্টার (সিসিএমসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিটি সিসিএমসি ৯ সদস্য বিশিষ্ট কৃষক প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সিসিএমসির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়িদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। এ যাবৎ সিসিএমসির মাধ্যমে মোট ১০৫০০ টনের অধিক গুণগতমান সম্পন্ন সবজি ও ফল বাজারজাত করে প্রকল্প সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের প্রচলিত বাজারের তুলনায় প্রায় ২১ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হয়েছে।

• প্রকল্পের ঝিকরগাছা এলাকায় জারবেরা ও গোলাপ বিক্রির সুবিধার্থে জারবেরা ক্যাপ ও রোজ ক্যাপ সরবরাহ করায় প্রতিটি জারবেরা ফুলের মূল্য ২-৩ টাকা ও চাইনিজ গোলাপে ৫-৬ টাকা বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। এতে কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ উভয়েই লাভবান হচ্ছেন। বেশী সময় ফুল সতেজ ও আকর্ষণীয় থাকায় ভোক্তারাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন।

• গ্রিণ হর্ট এন্টারপ্রাইজ নামক একটি কোম্পানি মিনিমাল প্রসেসড সবজি ও ফল সাভার ও ঢাকার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল

স্টোরে সরবরাহ করার যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রকল্প থেকে প্রদান করা হচ্ছে।

উন্নত মানের প্লাস্টিক ক্রেটের মাধ্যমে বাছাইকৃত কাকরোল বিপণনের

• কৃষি পণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, উন্নত প্যাকেজিং, পরিবহন ও সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধের মাধ্যমে সরাসরি সিসিএমসির মাধ্যমে কৃষি পণ্যের বাজারজাত করার পণ্য ভেদে কৃষকদের ১০-৪০% আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারের বার্ষিক আয় গড়ে প্রায় ১১০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

• কৃষকের মাঠ থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে প্রকল্প এলাকায় ১১-২০% (সূত্রঃ বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী) পর্যন্ত সবজি সংগ্রহোত্তর অপচয় হতো। প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, প্লাস্টিক ক্রেটস্ সরবরাহকরণ ইত্যাদি কারণে সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ পণ্য ভেদে ৫-১৫% পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। এতে পণ্যের গুণগতমান ও সংরক্ষণের কারণে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যাবৎ ২২টি সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণসহ কৃষকের উচ্চ মূল্য প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে।

• মোট ৫৯ জন কৃষি পণ্যের উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে কৃষকের দোরগোড়ায় উপকরণসহ (ফেরোমন ট্র্যাপ, জৈবসার, মাছের ফিড ইত্যাদি) বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

রোজ ক্যাপসহ গোলাপ উৎপাদন

• কৃষকদের উন্নত সাপ্লাই চেইন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ যাবৎ মোট ১৩৭৭৭ জন প্রকল্পের সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

• সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় উৎপাদিত ৩৪০০০ কেজি বীজবিহীন লেবু সরাসরি খামার থেকে সিঙ্গাপুরে এবং মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা থেকে ১০৩৫৫ কেজি বীজবিহীন লেবু যুক্তরাজ্যে (লন্ডন) সাফল্যজনকভাবে রপ্তানি করা হয়েছে।

• সেমিনার/ওয়ার্কশপ (৭৮টি) এর মাধ্যমে প্রায় ৬০০০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

• উন্নত প্রযুক্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, চীন ও ভারতে মোট ৪৩ জন প্রকল্প সুবিধাভোগীকে (কৃষক, ব্যবসায়ী, উদোক্তা, প্রকল্প ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কর্মকর্তা) প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষা ভ্রমণের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রকল্প কর্মকাণ্ডের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

• প্রকল্প সুবিধাভোগীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর পুস্তিকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও কৃষি ক্যালেন্ডার ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি মোট ২২০০০ কপি ছাপানো হয়েছে এবং তা কৃষক ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করায় তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্র ও প্রযুক্তি

পাওয়ার টিলার চালিত ব্রি ধান-গম কাটা যন্ত্র

ব্রি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

ব্রি উইডার

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষ

ধাপ পদ্ধতিতে সবজি চাষ